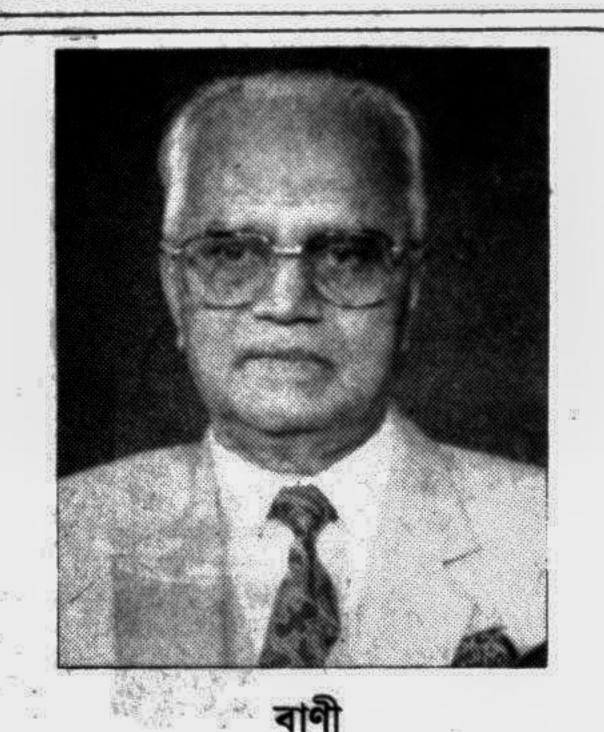
SPECIAL SUPPLEMENT

The Daily Star December 1, 1995



বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি খুশী হয়েছি। বিশ্বব্যাপী এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এইডস প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দিবসটি পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণপূর্বক সকলের দায়িতুশীল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এইডস মোকাবেলা এই বছরে বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের দেশে এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব কম হলেও সময়োচিত সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ সর্বস্তরে এইডস প্রতিরোধে এক সুনির্দিষ্ট ধারার সূত্রপাত ঘটাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এইডস এমন একটি ঘাতক রোগের নাম যার চিকিৎসা বা টিকা এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। মধ্য আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে এই রোগের কারণে ইতিমধ্যেই অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইডস প্রতিরোধের দায়িত্বে আমরা যদি সজাগ না থাকি, তা হলে আমাদের মত উনুয়নশীল দেশে এই ধরনের ঘাতক রোগের মোকাবেলা করা দুরহ। এই রোগের মোকাবেলায় সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস উর্দ্যাপনের এই মহতী উদ্যোগের সফলতা কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

মূলভাব হচ্ছে, "এইডস প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজের কাছে দায়িত্ব ও অধিকারের অংশীদারিত্ব কিছু চাইবার আছে, এই কথাটি সমাজের সকলের"। HIV/ আজকে সবাইকে উপলদ্ধি করতে AIDS এর প্রকোপ যতই বাড়ছে হবে। রোগী এবং সমাজের দায়িত্ব ও অংশীদারিত্বের প্রশ্ন ততই স্পষ্ট হয়ে **আসছে। সেই হিসাবে এই বছ**র সংস্থার স্বাস্থ্য প্রদত্ত মৃলভাবধারাটি অত্যন্ত সঠিক এবং

তক্রত্বহ। পৃথিবীতে লক্ষ্ণ লক্ষ্মানুষ, যুবক, বয়স্ক ও শিও আজকে এই রোগের শিকার হয়েছে। তাদের অনেকেই অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও **দারিদ্রের শিকার। এই রোগে** আক্রান্ত না হওয়ার জন্য যে জ্ঞান তাদের প্রয়োজন ছিল, যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ পৃথিবীর বহু সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ছিল, তারা সঠিকভাবে নানা কারণে তা

পালন করতে পারেননি। বিজ্ঞান **পिছি**रा ছिल, সমাজ विख्वानीता তাদের সমগ্র অবদান রাখতে পারেননি। যুদ্ধ, হানাহানি ছাড়াও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ছিল। তাই HIV/AIDS সারা বিশ্বে বিশেষ করে অন্যসর দেশগুলোতে নিশ্চিত মহামারির রূপ নিচ্ছে। সুতরাং এইডস প্রতিরোধে সমস্ত রাজনীতিবিদদের সমাজকে. অনগ্রসরদেশসহ সমস্ত পৃথিবীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং দায়িত্ব গ্ৰহণ করতে হবে। HIV/AIDS এ আক্রান্ত অজস্র শিত, মা এবং অন্যান্য মানুষদের সম্পর্কে আমাদের সবার যে দায়িত্ব রয়েছে এবং বিশ্ব এইডস দিবস '৯৫ এর রোগীদের বেঁচে থাকার অধিকার

> দিবসের এই দায়িত্ববোধকে রোগাক্রান্ত মানুষের সম্পর্কে মানবতাবোধকে সংবেদনশীল করে তুলুক এটাই

> > অধ্যাপক এ,কিউ,এম, বদরুদোজা চৌধুরী

প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ উপ–নেতা,

> চেয়ারম্যান, জাতীয় এইডস কমিটি, বাংলাদেশ

WORLD AIDS DAY '95

"Shared Rights, Shared Responsibilities"

Prof A K Shamsuddin Siddiquey Director General, Health Services

of infection on our families, friends and communities. HIV/AIDS threatens not only individual's health and life but also individual dignity, autonomy and human rights. The disadvantaged are vulnerable to infection and once infected, individuals and those associated with them, face further discrimination, denial of human rights and stigmatization. People with known or presumed infection sometimes coerced into mandatory HIV testing, harassed, arrested, segregated, imprisoned or deported. That is why the theme of shared rights, shared responsibilities was chosen in order to underline how essential rights and responsibilities are in context of HIV/AIDS. In the case of HIV/AIDS,

ST December 1988, it

was observed for the

first time as an annual

day to expand and raise awareness of HIV/AIDS

worldwide. It opened

channels of communication.

forged a spirit of social

tolerance and strengthened a

greater exchange of

information and experience.

The slogan of the 1st World

AIDS Day was "Joined the

worldwide effort." Since

then, countries around the

world has joined together in making a far-reaching

declaration of principle on

action to curb the AIDS

pandemic. This year's theme

is "Shared rights, shared

responsibilities." The theme

of the World AIDS Day

focuses on and gives impetus

to rights and responsibilities

of individual, family and the

community. It is, indeed, a

matter of great significance

since the questions of basic

human rights, individual's

dignity and empowerment

through information, educa-

tion and social support was

not attached to a universal

action programme against

AIDS before. With the in-

creased magnitude of the

problem posed by HIV/AIDS.

the world has faced an array

of problems greater than that

pertaining to almost any of

the communicable disease.

Furthermore, the rights and

responsibilities of individual

and groups were never

clearly defined in ethical

consideration as far as confronting AIDS was concerned.

can be addressed effectively

only if rights and responsibil-

ities are shared equally

across the globe", says Dr Hi-

roshi Nakajima, Director

General of World Health Or-

ganization. "People share the

same rights whether or not

they are infected with the

Human Immuno Deficiency

Virus (HIV). And responsibili-

ties involved in HIV preven-

tion and caring for those in-

most dangerous communica-

ble disease. At present there

is no vaccine against HIV nor

is there any cure for AIDS. It

thrives not just on the body

but on human ignorance, fear

and resistance to change.

Thereby it potentially affects

us all by actual infection, by

the threat of infection or by

the devastating consequences

শতাব্দির ভয়াবহতম ব্যাধি

এইডস প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

সুসংহত করতে বিশ্ববাসীর সাথে

একাত্ম হয়ে আমাদের দেশেও বিশ্ব

এইডস দিবস উদযাপনের উদ্যোগ

গ্রহণে আমি আনন্দিত। বিশ্ব এইডস

দিবস উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য

"SHARED RIGHTS, SHARED

RESPONSIBILITIES" ক্রমবর্ধমান

সমস্যার প্রেক্ষিতে বিশেষ

তাৎপর্যবহন করে। ঘাতক এইডস

প্রতিরোধ করে সৃস্থ কর্মক্ষম জীবন

যাপনের অধিকার এবং দায়িত্ব

সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি করার

প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব প্রদান

করা হয়েছে।

HIV is potentially today's

fected must be share too."

"The HIV/AIDS pandemic

law has been used more than ever before in any health related matter. There are two reasons seemed to have prompted such extensive use of legislative measures Firstly, the primacy of prevention of further transmission of HIV infection through changed behavior pointed to law as traditional means of regulating behavior. While law is, of course, totally helpless with regard to the virus causing AIDS, HIV infection or AIDS related issues, it is a means for regulating behavior and because individual behavior is the key to AIDS prevention and control and law has been used more than before. Another reason is inability of medicine to provide cure for AIDS and vaccine against HIV. As Carol Levine predicted in 1985, "When technology is still unable to provide a solution to the spread of disease, people back to the law." Fear of communicable diseases had been virtually eliminated before HIV/AIDS pandemic. Its resurgence was influenced by fear-inducing reporting of the danger of HIV/AIDS and calls for drastic measures to prevent the spread of HIV infection have

virus, infection or disease. The multi-lawyered pandemic of AIDS has included waves of distinct but related

এইডস রোগের বিস্তার এবং এর

ভয়াবহতা বিবেচনা করে এ রোগের

বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে

তোলার জন্য বাংলাদেশে বিশেষ

কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী

এবং বেসরকারী উদ্যোগে এ রোগ

সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে

সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছে।

আমাদের দেশে এইডস রোগের

প্রাদুর্ভাব ব্যাপকভাবে দেখা না

দিলেও এর আশংকা থেকে আমরা

মুক্ত নই। কেননা বিশেষজ্ঞগণের

মতে আগামী দুই হাজার সালের

মধ্যে এইডস রোগীর সংখ্যা দক্ষিণ

পূর্ব এশিয়াতেই দাঁড়াবে সবচেয়ে

বেশী। তাই ভয়াবহ এই রোগের

বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য আমাদের

সকলকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সকরের

সন্মিলিত প্রচেষ্টায় ঘাতক এইডস

প্রতিরোধে ব্যাপক গণসচেতনতা

তোলার জন্য সকলকে আহ্বান

বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন

চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জানাই।

সফল হোক।

been frequent worldwide.

Such measures have often

targeted the people affected

by HIV/AIDS rather than the

epidemics; the spread of HIV infection was the first, AIDS came second, and related to it an epidemic of social responses to it. This responses often including fear, panic and search for scapegoats. especially only in the pandemic. People with known or presumed infection sometimes coerced into mandatory HIV testing, harassed, arrested, segregated, imprisoned or deported. Many of these have been enacted to strengthen AIDS prevention by legalizing educational efforts or strengthening the national blood safety safe-

It has recognized the need to acknowledge the rights and dignity of people infected with HIV/AIDS. We must avoid the situation where infected people are excluded from society, stigmatized and discriminated against. And we must ensure that people with AIDS receive care and support of the same standard as we would extend to people who are

sick for any other reasons. We have recognized the need for information and education programmes as a vital element in the national programme for action in context to our country perspective and to address both population as a whole and different groups within the population. In the effort of doing so, we must exchange information which should be continuing process and receives high public visibility in order to induce as widespread optimism as possible. Have to ensure the sustainability of the

programme. It cannot be more timely and befitting as we have come to a point where international consensus is called for and global concerted action for evolving effective ways for dealing AIDS is necessary than ever.

The need of the hour is probably the best exemplified by Article 29 enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, which states that, "Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible." This envisages individuals as well as social and political institutions to engage in a rational and responsible behaviour in a spirit of compassion, solidarity and

tolerance. An effective way to ensure these measures is by enacting social mechanism and political will to overcome discriminatory attitudes towards people who has AIDS and disseminating proper information and education material to blot out the scourge of AIDS from people's mind.

Everyone — men, women, children, the poor, minorities, migrants, refugees, CSWs and the drug users has the right to be able to avoid Anfection, the right to health care, if sick with HIV/AIDS, and the right to be treated with dignity and without discrimination. Regardless of HIV status, shared rights also include the right to liberty. freedom of movement, to employment, to marry and found a family, and to seek

As for the responsibilities, individuals have responsibility to protect themselves and others from infection. So with the aim of achieving these basic rights irrespective of HIV status, the Bangladesh Government being one of the charter member of the UN is ready to uphold the rights and responsibilities. So on the eve of World AIDS Day, the following programme has been taken to mark the day. In fine, I would like to wish every success to the programmes of World AIDS Day and hope that the implications and connotation thus noted will be duly implemented from now.

Activities for World AIDS Day '95:

1. Press Conference 2. TV and Radio talk on the eve of the day 3. Rally

4. Inaugural Function 5. Scientific Session in 13 Medical Colleges 6. Advocacy meeting on AIDS at all Civil Surgeon of-

7. Community awareness

Pestering Leaflet distribution Road side decoration with Bill Board, Festoon, Banners and

T-Shirt distribution amongst the Rally participants Souvenir Printing

Special Supplement in the National Dailies

Advertisements in the Radio and TV

Folk songs Soap (Street Drama) 8. Other NGO activities

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত জন্য বিস্তারিত কর্মসূচী প্রতিরোধে দায়িত্ব ও অধিকার জানাই। সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য।

মানব জাতির জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ এবং শিশু সমগ্র বিশ্বে আজ দারপ্রান্তে। বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টা সত্তেও

কার্যকর চিকিৎসা কিংবা প্রতিষেধক আবিষ্কার করা অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। তাই এ রোগের মরণ ছোবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। জনগণকে এইডস রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তবে, এ সর্বস্তরের সহযোগিতা জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। মানুষের যে সব এইডস বিস্তারে সহায়ক সে সব থেকে বিরত থাকতে পারলেই এই ঘাতক ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় ১লা সম্ভব। সকলের সন্মিলিত প্রচেষ্টায় ডিসেম্বর '৯৫ বিশ্ব এইডস দিবস নিজস্ব সম্পদ এবং সুযোগ ব্যবহার করে এই রোগ প্রতিরোধে যতুবান হওয়ার জন্য সকলকে আহবান

আমি বিশ্ব এইডস দিবসের এইডস রোগের ব্যাপক বিস্তার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

> সৈয়দ আহমেদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণপূর্বক সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এইডস প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের আহবান।

গত ১৫ বছরে বিশ্বে প্রায় এক কোটি পঁচাশি লক্ষ মানুষ এইডস ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পূর্বাভাসে, বুলা হয়েছে, শতাব্দির শেষ নাগাদ আনুমানিক ৪ কোটি মানুষ ঘাতক এইডস রোগের শিকার হবে। আতঙ্কের বিষয় যে, এ রোগে কর্মক্ষম অর্থাৎ ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সের জনগোষ্ঠী বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে। ফলে ব্যক্তিগত জীবন হয়ে পড়ে অনিশ্চিত, অর্থনীতি এবং উৎপাদন কর্মকাড হয় ক্ষতিগ্রস্ত আর সমাজ জীবনে সৃষ্টি হয় নানাবিধ সমস্যা। তাই এইডস আজ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাল ব্যাধির রূপ ধারণ করেছে

আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত এইডস মোকাবেলায় অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্তমান সরকার বার্ষিক উনুয়ন কর্মসূচীতে রাজক তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করে এ বছর থেকে এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণার মাধ্যমে কার্যক্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক উদ্যোগ সুসংহত করে সকলকে এইডস প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যেভাবে দৃঢ়তার সাথে প্রাকৃতিক দুর্বোগ মোকাবেলা করে উনুয়নে গতি সঞ্চার করি ঠিক তেমন দৃঢ়তায় আম্রা এই মরণ ব্যাধিকে জয় করতে সক্ষম হব বলে বিশ্বাস করি।

বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন সফল হোক-এই কামনা করি।

খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

যথাযোগ্য মর্যাদায় ১লা ডিসেম্বর দেশব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ব এইডস দিবস।দিবসটির তাৎপর্য ধরে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

সমগ্র বিশ্বে এইডস রোগের ব্যাপক বিস্তার জনস্বাস্থ্য বিপন্ন করে সৃষ্টি করছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা। কার্যকর চিকিৎসা এবং প্রতিষেধকের অভাবে এইডস রোগীর সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধির ফলে মানব জাতির অন্তিত্ব আজ বিপদের মুখোমুখি। তাই আর বৈষম্য উপেক্ষা করে জাতীয় এবং

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুতু প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের দেশে এইডস রোগের মরণ ছোবল যাতে জনজীবনকে বিপন্ন করতে না পারে সেজন্য ইতিমধ্যেই আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। স্বাস্থ্য স্বোবার বিভিন্ন পর্যায়ে এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রমকে সম্পুক্ত করা হলৈছ। তথ্য অনুসন্ধান পুনর্বাসনের পাশাপাশি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরের জনগণৈর সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল এই ঘাতক ব্যাধির বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

আমি বিশ্ব এইডস দ্বিবস উদযাপনের সাফল্য কামনা করি

অধ্যাপক এ, কে, শামসৃদ্দিন সিদ্দিকী

মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতা ও সৌজন্যেঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফ